স্বাধীনতার ৭৫ বছর : ফিরে দেখা

θ তারা দেবী -- চন্দননগর গোন্দলপাড়ার শ্রমিক । ২০০৬ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন । আজও অবসরকালীন পাওনাগন্ডা পান নি । কোর্টের দোরগোড়ায় ঘুরেছেন কমপক্ষে ১০ বছর । যাঁরা তাঁর প্রাপ্য দেননি তাঁরা সুখে আছেন এবং যাঁদের আদায় করার কথা তাঁরাও স্বস্তিতেই আছেন কেননা মাসের শেষে তাঁরা বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই সরকারি বেতন পেয়ে থাকেন ।

θ আয়লা-তে সর্বস্ব হারিয়ে ২৪ পরগনার দক্ষিণে অবস্থিত মিনাখা গ্রামের কয়েকশো মানুষ পাথর খাদানে কাজ করতে গিয়েছিলেন । তার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের বুকে যন্ত্রণা আর মুখ দিয়ে রক্তপাত আরম্ভ হয় । অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরার পর ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে পান তাঁরা সিলিকোসিস-এ আক্রান্ত হয়েছেন যার কোন চিকিৎসা নেই । গ্রামজুড়ে হাহাকার আর বিলাপ । অসংখ্য মানুষ মারা গেছেন, কয়েকজন দাঁড়িয়ে মৃত্যুর দোরগোড়ায় ।

θ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কমপক্ষে ২ কোটি শ্রমিক রুজি রোজগারের প্রয়োজনে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেন কাজের সন্ধানে । এঁদের পোশাকি নাম পরিযায়ী শ্রমিক । অতিমারী-র সময়ে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের পদযাত্রা দেখল মানুষ । সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের পাতায় এবং টি.ভি.-র পর্দায় প্রকাশিত হল মৃত মায়ের আঁচল ধরে সন্তান খেতে চাইছে । তারপরে বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে পরিযায়ী শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী কোন সুব্যবস্থাই হয় নি । যাঁরা টি.ভি.-র পর্দায় এই নির্মম অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র দেখেছিলেন তাঁরাও সম্ভবতঃ ভুলে গেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা । অথচ ভারতবর্ষের বুকে খনি থেকে শুরু করে সামগ্রিক নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয় এই পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্ত আর ঘামে । ইঁটখোলা থেকে পাথরখাদান, রাস্তা নির্মাণ থেকে বহুতল সৌধ সবই তৈরি হয় মূলতঃ আদিবাসী মানুষের শ্রমশক্তির নির্যাসে যাঁরা আমাদের ভারতবর্ষের সব থেকে হতভাগ্য দরিদ্র মানুষ । তাঁরাই আমার দেশের প্রলেতারিয়েত তথা সর্বহারা মানুষ যাঁদের মাথার উপরের ছাউনি বলতে একমাত্র বিশ্বস্ত আকাশ ।

θ গোটা দেশ জুড়ে কৃষকদের আত্মহত্যা আর কোন নতুন ব্যাপার নয় । মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই এক অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে কৃষকরা ভারতবর্ষের ১৪০ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় । অভাবের কারণে কৃষকের মৃত্যু আমাদের গা সয়ে গেছে । আমরা দেখেও দেখি না বা নিজেদের এই সমস্ত ঘটনা থেকে পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে রেখে মহান ভারতের বীরগাথা নিয়ে আলোচনা করি অথবা নিজেদের ব্যক্তিসুখে মগ্ন হই ।

আগামী কয়েকমাস ধরে সর্বত্র জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, উত্তোলিত হবে জাতীয় পতাকা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ স্তবকগুলো কি আমরা কখনো পড়ে দেখি কিংবা তাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার কোন কারণ খুঁজে পাই ? রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত অনুরাগীর অভাব নেই । ২৫শে বৈশাখ কিংবা ২২শে শ্রাবণ অথবা বসন্ত উৎসবে আজও রবীন্দ্রগানের একছত্র আধিপত্য । সেই রবীন্দ্রনাথ রচিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটি জায়গায় বলা হয়েছে "নিদ্রিত ভারত জাগে" । কিন্তু নিদ্রিত ভারতবাসী কি সত্যি সত্যিই জেগে উঠেছে ? এই কবিতা বা গানের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে "দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে" । সত্যিই কি ভারতবর্ষের বুকে দরিদ্র মানুষের স্বার্থে বিপ্লব

স্পন্দিত হয়েছে ? ৭৫ বছর পার করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক অদ্ভুত অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে । সমগ্র দেশ জুড়েই "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"-এর যে বিন্যাস সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত তা ভেঙে পড়েছে । ধর্মীয় উন্মাদনার অন্যতম ঘটনা ঘটেছিল স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পটভূমিকায় । আসমুদ্র হিমাচল এই মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে নি । সময়ের সাথে এই উদ্ধত ধর্মীয় উন্মাদনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল । কিন্তু বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সেই বোতলবন্দি ধর্মীয় দৈত্য বেরিয়ে পড়ল । গোটা দেশ জুড়েই প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই আক্রান্ত হলেন এবং এই আক্রান্ত নাগরিকরা মূলতঃ প্রান্তিক ঘরের মানুষ ।

কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, ভারতবর্ষ জুড়ে দুর্বৃত্তায়ন এক নতুন পরিমন্ডল তৈরি করেছে যে পরিমন্ডল ক্রমাগত বিস্তৃত জনগোষ্ঠিকে নিঃস্ব করে চলেছে আর শাসক সম্প্রদায়ের অনুকূলে ক্রমেই দুর্নীতির মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠছে ভারতবর্ষের মাটি । এই দুর্নীতির সূচনা হয় অর্থের বিনিময়ে জনপ্রতিনিধি ক্রয় বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তী কালে এই বিকিয়ে যাওয়া রাজনীতিবিদরা হয়ে উঠলেন প্রশাসক । ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়নের বন্যা আরম্ভ হল যার আবর্তে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক দপ্তর, প্রশাসনিক দপ্তর সহ সর্বত্রই এক সর্বগ্রাসী দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্নীতির আত্মপ্রকাশ ঘটল ।

একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিষয়বস্তু আজ পরিবেশ সংকট । সেই ব্যাপারেও আজ দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের সীমাহীন আত্মপ্রকাশ । ভারতবর্ষের সমস্ত নদীগুলি দূষণে কলুষিত, বনাঞ্চল নির্মমভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, সমুদ্র সৈকতও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের দ্বারা আক্রান্ত । ১৯৭২ সালের পর থেকে ভারতবর্ষে দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানা আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ আইন কার্যকরী না করে বরং সেই আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমস্ত দেশ জুড়ে পরিবেশ বিরোধী কাজকর্মে ইন্ধন দিচ্ছেন এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নির্বিচারে জল, জঙ্গল এমনকি সমুদ্রের তটভূমিও ধ্বংস করার অনুমতি দিচ্ছেন । করোনাকালে সবার অজান্তে পরিবেশ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে বহুজাতিক সংস্থাকে পরিবেশ দূষণের ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হল । ঘটা করে "নমামি গঙ্গা" প্রকল্প চালু করে গঙ্গা আরতির মধ্য দিয়ে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার পরিকল্পনা ঘোষণা হলেও কার্যতঃ তার বাস্তবায়ন হল না । করোনার সময়ে গঙ্গার জলে ভেসে গেল অসংখ্য মৃতদেহ । তবু জেগে থাকে আশা । পরিবেশকর্মীরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতা নিয়েই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবেশ বিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ।

স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের মানুষ বহু ধরনের দুর্নীতির দিন দেখেছেন কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধরনের দুর্নীতির ছবি বা খবর ক্রমাগত খবরের কাগজের পাতায় কিংবা টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে সেই ছবি বোধহয় কেউই কল্পনাও করতে পারেন নি । রাজনীতিবিদদের দুর্বৃত্তায়ন আজ ভারতবর্ষের বুকে এক চূড়ান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করেছে যার থেকে মুক্তি কিভাবে মানুষ পাবেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও নির্দিষ্টভাবে কোন সুস্পষ্ট তত্ব বা নীতি উঠে আসছে না । হতভম্ব আর হতাশাগ্রস্ত মানুষ প্রায় দিশাহারা । কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ হলেও সেই প্রতিবাদ এই দুর্নীতিকে স্তব্ধ করতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে ।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের মুখে দাঁড়িয়ে এ কথা নিশ্চয় করেই বলা চলে এই ৭৫ বছরে অন্ততঃ এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে দেশের মানুষের অন্ততঃ কিছুটা সুরাহা হয়েছে । যেমন ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমা জাতীয়করণ, প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণ, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজের পরিকল্পনা সহ শিক্ষার অধিকার

ভারতবর্ষের মানুষকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা আইনে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু.সাম্প্রতিককালে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন শাসকদল এই সমস্ত জনহিতকর পরিকল্পনাগুলি অনেকটাই পাল্টে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মানুষের মাথার উপর ছাদ বা স্থায়ী গৃহের অধিকার আজ সংবিধান স্বীকৃত। সে ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যেই দুর্নীতির অনুপ্রবেশ বর্তমানে এই প্রকল্পকে অনেকাংশেই মলিন করে দিয়েছে। তবুও মানুষ, দেরিতে হলেও, প্রতিবাদ করছেন, চেষ্টা করছেন নিজেদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত মানুষের আত্মাহুতি আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত দাবি করছে দারিদ্রমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত এক নতুন ভারতবর্ষের।

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ ও সমাজকর্মী

ফোন - 8420762517

ই-মেল - biswajit.envlaw@gmail.com

চন্দননগর, ১০ আগস্ট ২০২২